বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, অস্ট্রেলিয়া-র উদ্যোগে বিজয় দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪২তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হল অস্ট্রেলিয়ার জনবহুল নগরী সিডনীতে। আনুষ্ঠানিক উদযাপনের আয়োজক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, অস্ট্রেলিয়া। এই সংগঠন অতীতে বিজয় দিবস স্মরণে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও এবারের আয়োজনটি অতোটা চোখে পড়ার মতো ছিল না। আয়োজকদের অজুহাতঃ "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ডামাডোল ও তথাকথিত আন্দোলনের নামে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করছে।" এছাড়া খুব অল্পসংখ্যক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সদস্য নিয়ে এই সংগঠন, বাইরে থেকে কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা সংগঠন সহযোগিতা না করলে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা একটি দুরূহ ব্যাপার। তবু মহান বিজয় দিবস বলে কথা! ছোট হোক, বড় হোক- পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ অনুষ্ঠান করা দরকার। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি, এখন বয়সকালে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করছি। মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ও নবীনদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে আগামীতে আরও ভাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে।

আয়োজক মুক্তিযোদ্ধাদের একজন বললেন, "এবারেও আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে রিতু, নোমান শামীম, ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুলের নির্বাহী পরিষদসহ তুহিন, জনি, খন্দকার জাহিদ হাসান, মামুন খান, রাজু, বাচ্চু ভাই এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম আখতারুজ্জামান আমাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তা ছাড়া আশীষ বাবলুর তুলির আঁচড়ে মঞ্চের পশ্চাৎপট হয়ে উঠেছিল দর্শনীয়।

অনুষ্ঠান মোটামুটি উপভোগ্য ছিল। ২২শে ডিসেম্বর ২০১৩ রোববারের এই দিনটিতে ৪০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াসের মতো প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্লেনফিল্ড কম্যুনিটি হলে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাতের সুস্বাদু খাবারের পর মেলবোর্ন থেকে আগত অতিথি শিল্পী তানজিমা আহমেদ অনি, স্থানীয় শিল্পী মামুন হাসান খান ও মিজানুর রহমান তরুণ পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গান ও চিরদিনের আধুনিক বাংলা গানের সংগে খন্দকার জাহিদ হাসানের তবলা সংগত উপস্থিত দর্শকবৃন্দ প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। সেই সঙ্গে নাসিমা আখতার ও আনিসুর রহমান রিতুর কাব্যিক উপস্থাপনা ছিল প্রাণবন্ত। এছাড়া উক্ত দু'জন ও সেঁওতির কবিতা আবৃত্তিও ছিল মনমুগ্ধকর।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েতুর রহিম বেলালের সূচনা বক্তব্য দিয়ে আলোচনা পর্ব শুরু হয় এবং সংগঠনের সভাপতি ও অনুষ্ঠান সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুণের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শেষ হয়। আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব শেখ শামীমুল হক, নির্মল পাল, সিরাজুস্‌ সালেকিন, ডঃ বজলুল করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় হাই কমিশনার লেঃ কর্নেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। বক্তাগণ সবাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অন্তরে ধারণ করে তা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। -অজমুক্তি রিপোর্টার।

ঘা
বাংলাদেশ
PAKRASHI

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন মিজানুর রহমান তরুণ। তবলা সহযোগিতায় খন্দকার জাহিদ হাসান।

ঘাতকদের ক্ষমা
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা স
PAKRASHI

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন অনি।

অনুষ্ঠান শেষে হলের বাইরে একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের অন্যতম উপস্থাপিকা নাসিমা আখতার ও অতিথি শিল্পী তানজিমা আহ্মেদ অনি।